আশ্বাসিয়া। আপনার সখী সবে কহেন ডাকিয়া॥ শুনিয়া সঙ্গিনী গণ আনন্দিত মন। বৃন্দা কহে বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন॥ রাই বলে সঙ্গে চল যত সহচরী। পরীক্ষা করিব আমি কৃষ্ণনাম স্মরি॥ তাহে যদি ভগবান করেন রক্ষণ। তবে সে আমারে পুনঃ পাবে দরশন॥ নহেত যমুনা জলে তেয়াগিব প্রাণ। বিদায় হইনু আমি তোমা সবা স্থান॥ বৃন্দা কহে কমলিনী ভাব অকারণ। যা অন্যকালে স্মর তুমি শ্রীমধুসূদন॥ কৃষ্ণনাম বলে ভবসিন্ধু হয় পার। যমুনা হইতেপার কি ভাবনা তার॥ বৃন্দের বচনে রাধে হর্ষিতা হইয়া। উঠিলেন দ্রুতগতি শ্রীহরি স্মরিয়া॥ গুরুজন চরণে করয়ে প্রণিপাত। হেন কালে কুটিলা উঠিয়া ধরে হাত কোথা যাহ কমলিনী নাম হাসাইতে। আমি হেকমতী ঠেকিয়াছি পরীক্ষাতে॥ যা বল কবরাজ করেছে গমন। সকলি অলিক ভণ্ড বৈদ্যের বচন॥ বৈদ্য নাহ এই বেটা কলঙ্কের ডালি আসিয়াছে গোপ কুলে দিতে চুনকালি॥ কে কোথা প্রত্যয় করে ভণ্ডের বচনে। কাপনার হানি ক... আপাপনি সে ... তুমি শ্যাম কলঙ্কিনী যানত মানসে। পরীক্ষা করিতে যাহ কেম সাহসে॥ পরীক্ষাতে ঠেকিলে হইবে বিপরীত। ভুবন ভরিয়া হবে কলঙ্ক বিদিত॥ একে তোর দায়ে লোকে মুখ না দেখাই। বৈন বৈস পরীক্ষা করিয়া কায নাই॥ এত যদি কুটিলা কহিলা বার বার। শ্রীরাধার মুখে বাক্য নাহি স্বরে আর॥ কুটিলার কু বচনে পাইয়া বেদনা। বসিলেন কমলিনী হয়ে ক্ষুণ্ণমনা॥ সহজে সরোজ মুখি অতিশয় ধীর। অপমান পেয়ে প্রাণে চক্ষে বহে নীর॥ তাহা দেখি বৃন্দা দূতী অন্তরে রুষিয়া। কুটিলার প্রতি কোপে কহিছে ভৎর্সিয়া॥ শুনগো কুটিলা তুমি বড় বুদ্ধিমতি। চিরকাল আপনারে বলাইলে সতী॥ রাধা কলঙ্কিণী তুমি সাধ্বী

জলে যাই শ্রীমধুসূদন। আসিয়া দাসীরে রক্ষা
কর নারায়ণ ॥ তোমার বিচ্ছেদানলে, অনিবার
অঙ্গ জ্বলেঃ বৈদ্য বাক্যে যাই জলে, হরি জলের
কারণ। সেতু। পরীক্ষা করিঃ আনিবারে পারি
বারিঃ তবে সে আসিব ফিরি নহে ত্যজিব
জীবন ॥ শুন শুন নারায়ণঃ এই মম নিবেদনঃ
অন্তে যেন ও চরণ, না হই বর্জ্জন ॥ ধ্রু ॥

পয়ার। একে একে সকলের অনুমতি লয়ে। চলিলেন হরি
প্রিয়া হরিকে স্মরিয়ে ॥ গজেন্দ্র গমনে গতি কক্ষে হেম ঝারি
চতুর্দ্দিগে চক্র করি চলে সহচরী ॥ হইল অপূর্ব্ব শোভা কত ক-
ব তায়। চন্দ্রের মণ্ডল যেন ভূমেতে উদয় ॥ শ্রীমতীর মুখ চন্দ্র
নিন্দি শশধর। সখিগণ মুখ তাহে চন্দ্রের সোদর ॥ একত্র মি-
লনে যেন হৈল চন্দ্রময়। হেরিয়া সকল লোক অনিমিশ হয় ॥ এ
মতি শ্রীমতী সতী চলেন তখন। পথ মধ্যে হয় কত শুভ দরশন
দক্ষিণে গো মৃগ দ্বিজ অতি শুভকারী। বাম ভাগে পূর্ণ কুম্ভ ক-
ক্ষে কুলনারী। সম্মুখে শরোজ মুখী হেরেন সত্বর। খঞ্জন বেহা
র করে কমল উপর ॥ কত মত শুভ পথে দেখে কত আর। একে
একে নাম কত লইব তাহার ॥ শুভ দৃষ্টে অতিশয় হরষিত মন।
মনে মনে স্মরে রাধে শ্রীহরি চরণ ॥ হেনমতে সখিসহ যান ধি-
রে ধিরে। কতক্ষণে উত্তরিলা যমুনার তীরে ॥ পূর্ব্বাবধি যত লো
ক আছিল তথায়। হেরিয়া রাধার রূপ সবে মোহ যায় ॥ একদৃ
ষ্টে সকলেতে নিরীক্ষণ করি। অনুমান করে সতী হবে সুসুন্দরী
এইজন হইতে পারিবে সেতু পার। কেহ বলে যে হয় দেখিব
এইবার ॥ এইরূপে পরস্পর করে কানা কানি। এথা সখিসহ ক
মলা কমলিনী ॥ বৃন্দারে চাহিয়া প্যারী বলেন সত্বর। শুন শু

হিত বুঝিতে কিছু নারী। বিশ্বাসিয়া বৈদ্য বাদীঃ বিরস পরীক্ষা মানি; আসিয়াছি লইবারে বারি॥ কিন্তু মনে করি ভয়, কি ঘটিতে কিবা হয়, কলেবর কাঁপে ভাবনায়। ঘটিলা পরম দোষিঃ কালা কলঙ্কের ফাঁসি; সদা দেয় আমার গলায়॥ সে মোর কলঙ্ক নয়, জন্মেজন্মে যেন রয়, কালা পরিবাদ নিত্য ভাবে॥ কালার চরণে মন, রহে যেন প্রতিক্ষণ, ক্ষণেক না রহে অন্যভাবে॥ শুন ওহে কালাচাঁদঃ শিরেধরি তব বাদঃ তাহে কিছু ভয় নাহি মনে। পরীক্ষায় ঠেকি যদি, লোকে কবে অপরাধী, অপরাধী হব ও চরণে॥ এই হেতু নিবেদন; তবপদে নারায়ণ, যদি ভাল বাস দাসী বলে। তরূপ কাল শশী; ছায়ারূপে গুপ্তে বসি, দেখাদেহ যমুনার জলে॥ আজ্ঞাকর আঁখি ঠারে; যাই আমি সেতু পারে, ওচরণে করিয়া প্রণাম। পরীক্ষায় উত্তরিয়াঃ যমুনার জল নিয়া; তোমারে চেতন করি শ্যাম। আশু আজ্ঞা কর হরিঃ বিলম্ব হইলে মরি, বিচ্ছেদেতে প্রাণ বাহিরায়। এইরূপে রাধা সতীঃ কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি; কৃষ্ণচন্দ্র হইলা উদয়॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ কয়ঃ রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয়ঃ একতনু এক সে জীবন। লীলা হেতু, অবতার, লীলা করে অনিবার; ভাব মন যুগল চরণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের ছায়ারূপ।

লঘু ত্রিপদী। শ্রীমতীর স্তুতিঃ জানিয়া শ্রীপতী; উরিলা গগণ স্থলে। অলক্ষিতে রয়, কেহনা দেখয়; ছায়ারূপে আসি জলে॥ যথায় কিশোরীঃ যোগাসন করি; ভাবেতে মগন মন। তাহার উপরিঃ রহিলা শ্রীহরিঃ ছায়া হৈল দরশন॥ দেখিয়া সে ছায়া, নন্দসুত জায়া, প্রেমভাবে সমাকুল। ব্যাস বিরচনঃ ছায়ার বর্ণন; কায়া ছায়া সমতুল॥ কিবা মনোহর, শ্যামল সুন্দর; নবীন নিরদ নিভা। নিন্দি নিলোৎপল; চরণ যুগলঃ নীরেতে অধি

য়ার। সখিকরে ধরি প্যারী গিয়া সেই স্থানে। হেরিয়া আশ্চর্য্য সেতু চমৎকার মানে॥ কেশসেতু বিদ্যমানে কেশব ভামিনী। করযোড় করি কিছু কহেন কামিনী॥ শুন শুন ওহে সেতু তুমি ধর্ম্ম ময়। তব পরীক্ষাতে পাপ পুণ্য প্রকাশয়॥ তোমার মহিমা আমি কি বলিতে পারি। সহজে অবলা জাতি তাহে গোপনারী॥ এই নিবেদন করি তোমার বিদিত। যদি মোর পাপ থাকে দিবে সমুচিত॥ আর যদি পতি পদে থাকে রতি মতি। কোন পাপ নাহি থাকে যদি হই সতী॥ তবে তুমি কেশ সেতু বজ্র সম হও। আপন মহত্ব তব আপনি দেখাও॥ এতবলি কমলিনী সেতু প্রণমিয়া। সুবর্ণের হেমঝারি কক্ষেতে করিয়া। গজেন্দ্র নিন্দিয়া অতি ধীরে ধীরে গতি। সেতুর উপরে পদ তুলে দিলসতী॥ প্রথমেতে বামপদ যেমন তুলিল। একদৃষ্টে লোক সবে চাহিয়া রহিল॥ সতী পরশনে সেতু বজ্র সমহয়। ক্রমেতে দক্ষিণ পদ আরোপিল তায়॥ কেশসেতু বহিয়া চলিলা চন্দ্রাননী। চমৎকার মানি সবে করে জয়ধ্বনি॥ হেরিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম করে কোলাহল। জয়২ শব্দে হয় মহা উতরোল॥ আনন্দে হইয়া ভোর রাধাগুণ গায়। কেহ নাচে কেহ হাসে কেহবা বাজায়॥ তবল মাদল খোল করতাল ঝাঁঝী। শিঙ্গাভেরী তুরী শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বাঁশি॥ অধিক অধিক বাদ্য কে করে গণন। যেরূপ আনন্দ তথা অসাধ্য বর্ণন॥ স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য করে দেবগণ। শ্রীমতীর শীরে করে পুষ্প বরিষণ॥ আকাশ হইতে পড়ে অনিবার ফুল। ফুলেতে হইল পূর্ণ যমুনা দুকূল॥ পারিজাত মালা পড়ে রাধিকার গলে। বিবিধ সুগন্ধি ফুল পড়ে বাহুমূলে॥ মণ্ডিত মালতী মালে হৈল মৌলিস্থল। চরণ কমলে পড়ে অমল কমল॥

উদরস্থ ঔষধি হইল। পাশমোড়া দিয়া হরি অমনি উঠিল॥ নি দ্রিত বালক যেন আছিল শয়নে। নিদ্রা ভাঙ্গি চাহে যেন অল- স নয়নে॥ উঠিয়া বসিল তবে নন্দের গোপাল। আনন্দে ভা- সিল গোপ গোপিনী গোপাল॥ সখাগণ সুখ সুখ অগ্রজ বল- াই। ব্রজপুরে আনন্দের পরিসীমা নাই॥ অন্য অন্য যত লোক আছিল তথায়। কৃষ্ণের চেতন সবে আনন্দ হৃদয়॥ নিঃসন্দেহ হ য়ে তারা নিজ ঘরে গেল। নিজ নিজ বন্ধুবর্গ নিকটে রহিল॥ কৃষ্ণচন্দ্র দুই করে চক্ষু কচালিয়া। আস্তে ব্যস্তে দেখিছেন চৌ দিগে চাহিয়া॥ শ্রীদুর্গা প্রসাদ কৃষ্ণ পদে যাচে সার। শিশু গো বিন্দের ভাবে চাহ একবার॥

অথ যশোদার কোলে রাধাকৃষ্ণের নবনী ভোজন।

পয়ার। উঠিয়া বসিল যদি নন্দের তনয়। নন্দ নন্দরাণী মৃতদেহে প্রাণ পায়॥ তবে যশোমতী অতি ত্বরিতে উঠিয়া। রাধারে করয়ে কোলে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া॥ রাধা হৈতে পুনর্ব্বার পাইল কৃষ্ণধন। বাড়িল অধিক স্নেহ রাধারে তখন॥ ক্ষীর সর নবনীত নানাবিধ আনি। যতনে রাধার করে দেয় নন্দরাণী॥ খাও খাও বলিয়া মাথার দিব্য দেয়। রাধা এ ভাবে আবার ঘ- টিল একি দায়॥ কৃষ্ণের প্রসাদ নহে এই নবনীত। আহার করি- তে আগে না হয় উচিত॥ রাধার জানিয়া মন শ্রীহরি তখন। পাতিলা অপুর্ব্ব মায়া অপুর্ব্ব কথন॥ ঢুলু ঢুলু চক্ষে হরি চারি দিগে চায়। জননীর কোলে রাধা দেখিবারে পায়॥ বালকের স্বভাবে কান্দিল নরহরি। আছাড় খাইয়া পড়ে আর্ত্তনাদ করি॥ মায়ের কোলেতে দেখি অন্যের সন্তান। রোদন করিয়া কৃষ্ণ গড়া গড়ি জান॥ তাহা দেখি নন্দরাণী হাসিয়া ত্বরায়। দক্ষিণ কক্ষে

চা প্রমান ॥ যত ছিল ঘরে তার; আনে সব ভারে ভার; অপ্রমি-
ত সীমা দিতে নাই। রথ যান হয় হাতি, আনিল বিবিধ জাতি,
লক্ষ আনে দুগ্ধবতী গাই॥ বিচিত্র বসন যার; আনিয় বিবিধ
কার, স্তুপে স্তুপে রাখিল যতনে। নন্দঘোষ ধন আনে; নন্দ-
রাণী ভাবে মনেঃ আমি কিবা দিব এই জনে॥ ব্রজরাজ ধনবান
দিবে বহু ধন যান; নারিজাতি কোথা পাব ধন। যেই দিল পুত্র
দান, তারে কিবা দিব দান, কিবা আমি করিব এখন॥ এ কথা
কাহারে কব; মা হয়ে কেমনে রব; বৈদ্য কবে জননী পাষাণী
এত ভাবি নন্দ রাণী; দুই চক্ষে পড়ে পানি; খিদ্য মানা আক
ল পরাণী॥ তবে কতক্ষণে ধনীঃ মনেতে উপায় গণিঃ স্নেহে ব
র খাদ্য আয়োজন। দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা; দুগ্ধের সামগ্রী ন না;
ক্ষীর সর নবনী মাখন॥ লাড় কলা ফল মুল; সুমিষ্ট রসাল কুল,
আনে রাণী যত কিছু পায়। সন্দেশ অনেক মতঃ নাম তার কব
কত, যত যত আছে উপচয়॥ হেনমতে বহু মতঃ আহারীয় দ্র
ব্য যত, আয়োজন কৈল নন্দ জায়া। ভাবে রাণী বৈদ্যরায়ঃ কৃ
পাকরি কিছু খায়; তবে মোর সফলা এ কায়া॥ দেখিয়া রাণীর
ভাব; বাড়িল বৈদ্যের ভাব, মনে মনে বাখানে আপনি। ধন্য
ধন্য রাণী গুণ, ধন্য স্নেহ সুনিপুণ, এত গুণে হয়েছ জননী॥ ধ-
ন্য গো যশোদা মাই; তব গুণে সীমা নাইঃ স্নেহ ভাবে কিনিলা
আমায়। যদি পুনঃ হয় আরঃ জন্মে জন্মে বার বার, যেন পাই
জননী তোমায়॥ বৈদ্য এত ভাবে বসিঃ হেনকালে নন্দ আসিঃ
করযোড়ে করে নিবেদন। বিনয়েতে নন্দ কয়ঃ শুন শুন মহাশয়
আমি দীনহীন আকিঞ্চন॥ সহজে গোয়ালা জাতি; নাহি জানি
স্তুতি নতি, কি করিব তোমার পুজন। তুমিত দয়ার সিন্ধু, তুমি
অনাথের বন্ধু, তোমা হৈতে সৃষ্টির সৃজন॥ তুমি দিলা কৃষ্ণধন

তাহা দেখি সখিগণ আনন্দিত হয়ে। রাধা কৃষ্ণে সাজাইলা নব ফুল দিয়ে॥ চারিদিগে সহচরী চামর ঢুলায়। তাহাতে আনন্দ বড় পাইয়া যদুরায়॥ তবে হরি শ্রীমতীরে কহেন বচন। আজি হৈতে হৈল তব কলঙ্ক মোচন॥ যতেক রমনী করে ব্রজেতে ব সতি। সকলের মধ্যে ধন্যা তুমি রাধা সতী॥ কহ কহ প্রিয়া মোরে স্বরূপ বচন। এক্ষণেতে সন্তোষ হয়েছে তব মন॥ শুনি [illegible]র বাণী কহেন শ্রীমতী। তার কি ভাবনা নাথ তুমি যার পতি॥ তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর। তব দেহে নিবাসরে যত চরাচর॥ তোমার মায়েতে মুগ্ধ এতিন সংসার। তব দয়া বিনে কেহ না হয় উদ্ধার॥ কহ দেখি রাধাকান্ত স্বরূপ বচন। কি করিলে পায় তব ও রাঙ্গা চরণ॥ গোপী প্রতি অনুগ্রহ যদি তব হয়। যোগ তত্ত্ব কহ কিছু হইয়া সদয়॥

অথ শাঙ্খ্যযোগ কথন।

পয়ার। কিশোরীর কথা কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। তুষ্ট হয়ে কহিতেছেন কমল লোচন॥ শুন শুন গুণবতী হয়ে সাবধান। শাঙ্খ্যযোগ মধ্যে কহি অপূর্ব্ব আখ্যান॥ স্বকর্ম্মের ফলভোগ করণ কারণ। দেহি হয়ে দেহ যেই করয়ে ধারণ॥ অবস্থা প্রভেদে তাহে ঘটে কত ভোগ। বাল্য যুব বৃদ্ধ যারা শরীরে সংযোগ॥ সে দেহ পতন পরে প্রাণী মরে যায়। তাহে যে না শোক করে সাধু বলি তায়॥ বিষ[illegible]য়ত সুখ দুঃখ সম যার জ্ঞান। সেজন পরম প্রা[illegible] পণ্ডিত [illegible] প্রধ্বংস শরীরের বৃথা অভিমান। ত্বক অস্থি মেদ মাংস শোণিতে নির্ম্মাণ॥ সদা অপবিত্র নয় হয় এই দেহ। মায়া মুগ্ধ জনগণ তাতে করে স্নেহ॥ অনিত্য সংসার জান কিছুর নহে। মিথ্যা লোক আমার আমার বলি কহে॥ পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা বন্ধু দারা পুত্র। কেহ কারু নয় সব শোকাঙ্কুর সূত্র॥

ভিলাষ। না দেয়া বিবেক জ্ঞান হইতে প্রকাশ॥ অতএব আশা ত্যাগ করিয়া যে জন। কর্ম্ম ফল আমারে করয়ে সমর্পণ॥ জন্ম মৃত্যু বন্ধন কাটিয়া অনায়াসে। যেন বিমুক্ত হয় ভোগ মায়া পাশে॥ যোগ বিবরণ এই কহিলাম ধনী। আর কি কহিব প্রিয়ে বল দেখি শুনি॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভাবি শ্রীকৃষ্ণ চরণ। মুক্তালতাবলি গ্রন্থ করিল রচন॥

অথ সদসত সঙ্গের প্রসঙ্গ।

পয়ার। শুনি যোগ বিবরণ শুনিয়া শ্রীমতী। কৃষ্ণ কাছে কহিছেন করিয়া মিনতি॥ কহিলে শুনিনু নাথ যোগ পরায়ণ। সদসত সঙ্গের ফল কহ নারায়ণ॥ হইলে অসতসঙ্গ কিবা দোষ ঘটে। কিবা ফলোদয় হয় সতের নিকটে॥ আমরা অবলা নারী কিছুই না জানি। অনুগ্রহ প্রকাশিয়া বল চক্রপাণি। তোমার বদন বিগলিত বাক্য সুধা। শ্রবণে ঘুচিবে চিত্ত চকোরের ক্ষুধা॥ রাধিকার বিনয় বচন শুনি হরি। কহেন করুনা ময় ঈষহাস্য করি॥ শুন প্রিয়ে চারুশীলা সদসত সঙ্গ। বিস্তারিয়া কহি কথা পুরাণ প্রসঙ্গ॥ মম পূজা নিত্য করে কৃষ্ণ বলে ডাকে। নিতান্ত আমার ভাবে মগ্ন হয়ে থাকে॥ তীর্থ পর্য্যটন তীর্থে স্নান করে সুখে। মিথ্যা কথা কল্পনা জল্পনা নাহি মুখে॥ অতিথি সেবায় অতিশয় অনুরক্ত। সেবে দ্বিজ শিব চরণ প্রিয় ভক্ত॥ পিতা মাতা প্রতি ভক্তি রাখে আর সান। অকাতরে জ্ঞাতি গণে করে অ[illegible] হিতে মন নিরন্তর রত। সকলের সঙ্গে সমভাব অবিরত। পাছে কারো নিন্দাবাদ না করে কখন। এ সকল হয় প্রিয়ে সতের লক্ষণ॥ সতসঙ্গ বসেতে বাড়য়ে ধর্ম্ম অঙ্গ। অশেষ অনিষ্ট কর অসতের সঙ্গ॥ ইহার প্রমাণ এক ইতিহাস

ঘরে কর লিখন পঠন ॥ শুনি শিশু জননীরে কিছু না বলিল । ভ
স্ম ফেলে দিয়া অন্ন ভোজন করিল ॥ অভিমানে নিশিমানে ব-
নে প্রবেশিয়া । নিবীড় কানন মাঝে উত্তরিল গিয়া ॥ বৃক্ষোপরে
উঠিয়া রহিল সারা রাত্র । মনোদুঃখে নয়নে নির্গত নীর মাত্র ॥
প্রভাত হইল নিশি রবির উদয় । বৃক্ষ হৈতে নামিলেক ব্রাহ্মণ ত
নয় ॥ পশ্চিমমুখে সত্বরে চলিল অতিশয় । কিছুদূর সম্মুখেতে দে-
খে লোকালয় ॥ চণ্ডাল বসতী সেটা চণ্ডালের পাড়া । অন্যজা
তি নাহিক চণ্ডাল জাতি ছাড়া ॥ পথ সংঘটনে দ্বিজ যাইল তথা
য় । শোকানলে তনুজ্বলে কি করে কথায় ॥ কতিজন চণ্ডাল এক
ত্রে বসি আছে । দ্বিজ সুত গিয়া উপস্থিত তার কাছে ॥ গলে য
জ্ঞ সূত্র দেখি চণ্ডালের গণ । বসিবারে দিল আনি উত্তম আসন
প্রণাম করিয়া সবে কহে সমাদরে । কি কারণ আগমন চণ্ডাল
নগরে ॥ দ্বিজ বলে আমার বংশেতে কেহ নাই । বনে বনে ভ্রম
ণ করিয়া ফিরি ভাই ॥ পর্য্যটনে ক্ষুধায় হয়েছি অতিশ্রান্ত ।
কিঞ্চিৎ ভোজন দিয়া শীঘ্র কর শান্ত ॥ শুনিয়া দ্বিজের মুখে এতে
ক ভারতী । কহিছে চণ্ডালগণ ব্রাহ্মণের প্রতি ॥ জাতিতে চাণ্ডা
ল মোরা হই সর্ব্বজন । কেমনে এখানে তব হইবে ভোজন ॥
ব্রাহ্মণ কহিল আর কোথায় যাইব । এইখানে গৃহবাস করিয়া
থাকিব ॥ জ্ঞাতি গোত্র পরিবার নাহিক আমার । অকূলেতে ভা
সিয়াছি জাতি কোন ছার ॥ শুনিয়া চণ্ডাল গণ পাইল সংপ্রীত
বলে তুমি মোসবার হও পুরোহিত ॥ যজমান হব তব আমরা
সকলে । পরম আনন্দে বাস কর এইস্থলে ॥ শ্রাদ্ধ শান্তি ক্রিয়া
কর্ম্ম বিবাহ প্রভৃতি । সকলে করাবে তুমি যথা রীতি নীতি ॥ উ-
পার্জ্জন হবে তাহে চালু কলা বড়ি । দক্ষিণা বলিয়া আরো পা
বে কত কড়ি ॥ আমরা সকলে দিব তোমার বিবাহ । অনায়াসে

যে যেমন তেমআটি॥ পৃষ্ঠে কুঁজ শোভা; অতি মনোলোভা, গমনে গোধিকা হারে। কুষ্মাণ্ড আকার, কুচ যুগ তার; দোলে আপনার ভারে॥ চণ্ডালিনী গণঃ করিয়া বরণ, কন্যারে ঘরেতে নিল। ব্রাহ্মণ নন্দনেঃ আনি ততক্ষণেঃ শুভক্ষণে বিভা দিল॥ স্ত্রী আচার আদি; কর্ম্ম যথাবিধি, কহিবেক আয়ো যত। পরে কন্যা বরে; বসায়ে বাসরেঃ যৌতুক দিতেছে কত॥ কৌতুক প্রসঙ্গেঃ নানা রসরঙ্গে; পরিহাস করে বরে। কেহ মলে নাকঃ দেয় কাণে পাক; পরম রহস্য ভরে॥ এইরূপে সবে; মহা মহোৎসবেঃ চণ্ডাল যুবতী গণে। বাসর জাগিয়া, প্রভাতে উঠিয়া; গেল সবে নিকেতনে॥ তদন্তরে দ্বিজ; লয়ে প্রিয়া নিজ, গৃহে আসি উত্তরিল। কন্যার বদন; হেরিয়া তখন, আপনারে পাসরিল॥ ব্রাহ্মণ যেমন; প্রেমিক সুজন; রসিক রসের ভরা। চণ্ডালী সে রূপ; রূপে অপরূপ; হাঁড়ির মুখেতে শরা॥ হইল মিলন, দোঁহে বিলপন, রতনে রতন মত। দেখিয়া দোঁহায়, দোঁহে মোহ যায়; দোঁহেতে দোঁহায় রত॥ কামে হতজ্ঞান; ব্রাহ্মণ সন্তান; রহিল চণ্ডালি লয়ে। দম্পতি সংযোগে, কামকেলি ভোগে, সদা থাকে মত্ত হয়ে নাহিক বিচ্ছেদ; প্রেম পরিচ্ছেদ, অভেদ প্রভেদ হীন। দোঁহে একত্তরঃ রহে নিরন্তর; সরোবরে যেন মীন॥ ত্যজিয়া বিষাদঃ শ্রীদুর্গা প্রসাদঃ ভাবি শ্রীমধুসূদন। হয়ে হৃষ্টমনঃ মুক্তালতাবলি গ্রন্থ কৈল বিরচন॥

অথ দাড়ী জঙ্গোপাখ্যান।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ কহেন শুন রাধা বিনোদিনী॥ রহিলেক দ্বিজ পুত্র লয়ে চণ্ডালিনী॥ কিছুকাল আমোদেতে দ্বিজবঞ্চন অতঃপরে উপস্থিত অপূর্ব্ব ঘটন॥ এক দিন চণ্ডালিনী ত্যজিভয় ধরিয়া পতির গলা অভিমানে কয়॥ দেখ নাথ কেমন

সনা পূর্ণ করিব নিশ্চয়। ইহাতে না ভাবি কিছু প্রাণের সংশয়॥ একেলা রহিলে গৃহে সাবধানে থেকো। প্রেমদাস বলে মোরে মনে মাত্র রেখো॥ চলিলাম দূর দেশে তোমার কারণে। প্রতিজ্ঞা আমার লক্ষ স্বর্ণ আনয়নে॥ অতএব বিনোদিনী দোষ তেয়াগিয়া। অধীনে বিদায় কর প্রসন্ন হইয়া। এত বলি রমণীর রাগ শান্তি করি। যাত্রা করে বিপ্র তবে স্মরিয়া শ্রীহরি॥ গৃহ হইতে বাহির হইয়া চলে যায়। ক্রমেতে চণ্ডাল পাড়া পশ্চাতে এড়ায়॥ দ্বিপান্তর ছাড়াইয়া অরণ্যে পশিল। বিশ্রাম কারণে বৃক্ষ তলায় বসিল॥ চিন্তায় আকুল চিত্ত ভাবে কোথা যাব। কাহার নিকটে গেলে স্বর্ণ ধন পাব॥ কে এমন আছে মোর করিবে সুসার। কাহার উপরে আমি দিব এই ভার॥ সুসিদ্ধি হইবে কিসে মনের কামনা। সাত পাঁচ কত মত করিছে ভাবনা॥ উঠিয়া চলিল পুনঃ বন অভিমুখে। সন্তাপে তাপিত তনু গাঢ় মনো দুঃখে॥ নির্জ্জন কাননে গিয়া করিল প্রবেশ। বাঘ ভল্লুকের ভয় না মানে বিশেষ॥ চলে যেতে পথে কাঁটা খোঁচা ফোটে পায়। কোঁচট খাইয়া শক্ত রক্ত পড়ে পায়॥ প্রভাকর করে করে অঙ্গ জ্বালাতন। অন্তরে আন্তিক চিন্তা দহে মনে মন॥ কোথা গেলে সোনা লাভ হবে কি প্রকারে। ভাবিয়া উপায় কিছু ঠাহরিতে নারে॥ কানন ভ্রমণে ক্ষুধা বাড়িল দ্বিগুণ। সন্তত যন্ত্রণা যাবে বিরাতন বিগুণ॥ অস্তাচলে গমন করিল দিবাকর। সম্মুখে দেখিল এক উচ্চ তরুবর॥ তমময় নিশি ঘোর হইল যখন। ধিরে ধিরে বৃক্ষ পরে উঠিল তখন॥ বসিবার উপযুক্ত শাখা এক পেয়ে। বসিলেন দ্বিজ পুত্র যেন করী হয়ে। সেই বৃক্ষে থাকে বক নাড়ীজঙ্ঘ নাম। বেদ মন্ত্র পুরাণে পণ্ডিত গুণধাম॥ পরম ধার্ম্মিক বক ধীর শাস্ত্র জ্ঞানী। ব্রহ্মার সভায় কহে পুরাণ কাহিনী॥ নিত্য গিয়া

প্র সুতে জিজ্ঞাসিল॥ এখনতো তব দেহ হয়েছে শীতল। ত-
র আর বিলম্বেতে কিবা আছে ফল॥ বিশেষ করিয়া বল আমা
সকাশে। কে তুমি অরণ্যে এলে কোন অভিলাষে॥ আদ্য
ন্ত তোমারি যতেক বিবরণ। শুনিব সকল আমি এই নিবেদন॥
জ বলে ব্রহ্মকুলে জনম আমার। অতি অভাজন আমি পা-
দুরাচার॥ বিদ্যা শিক্ষা হেতু পিতা করিতেন রাগ। একারণ
র বাড়ি করিলাম ত্যাগ॥ বিবাহ করিয়া শেষে চণ্ডালের বালা
আভরণ বিনা ঘটিয়াছে জালা॥ তাই আসিয়াছি বনে ক-
লাম সাটে। অন্তরে বিষাদ অতি খেদে বুক ফাটে॥ ব্রাহ্মণে
কথায় বকের হৈল হাস। কহিতে লাগিল দয়া করিয়া প্রকাশ
ম দ্বিজ বলি আমি এক উপদেশ। যাহাতে প্রচুর সোণা পাই
বিশেষ॥ আছয়ে আমার সখা যক্ষ অধিপতি। যদি তুমি যে
পার তাহার বসতি॥ বিনয়ে কহিবে তারে মোর নমস্কার।
ইবে সুবর্ণ রাশি অতি চমৎকার॥ দ্বিজ বলে যেই ধনে যক্ষরা
থাকে। কোন দিকে গেলে দেখা পাইব তাহাকে॥ শ্রীদুর্গা
াদ ইষ্ট চরণ ভাবিয়া। মুক্তালতা বলি কহে ভাষায় রচিয়া॥

অথ দ্বিজ পুত্রের যক্ষালয়ে গমন।

ত্রিপদী। কহিতেছে জলচর; শুন শুন দ্বিজবর; যেথানে
করে যক্ষেশ্বর। সে দিগ উত্তর বটে, হিমালয় সন্নিকটে; গঙ্গা-
ট স্থান মনোহর॥ কাঞ্চনে নির্ম্মিত পুর; দর্পণের দর্পচুর; হি
কপাট তায় শোভে। চারিভিতে ফুলবন; সুশীতল সমীরণ
ব্রত ধায় মধুলোভে॥ সরোবর সুবিমল; পুরীত নির্ম্মল জল
টঙ্ককরে মন্দবায়। পুষ্প পুঞ্জ প্রস্ফুটিত, গন্ধে দিক আমো
কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়॥ ছয় ঋতু পরস্পর; বাঁধা আ-

কায়; কেহ উতরড়ে ধায়, মুষল মুদগর ধারী কেহ ॥ কেহবা হইয়া
ক্রুদ্ধ, করে শুদ্ধ মল্ল যুদ্ধ; কেহ দন্তে নাড়িছে পাহাড়। দেখি দ্বি
জ কম্পিত ভয়েঃ দাণ্ডে২ এক হয়ে; রাজপথে খাইল আছাড় ॥ দ্বা-
রি তারে সত্বরে তোলে; ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসে ছলে; কহ শুনি কোথা-
কার পাপী বা কোন গোত্র কিবা জাতি; কার পুত্র কার নাতিঃ স-
ত্য বল নহে দিব শাপ ॥ মনে ভয় অতিশয়; দ্বিজ কয় মহাশয়
সমুদায় পরিচয় কই। বিপ্র বংশে জন্ম মম; নরাধম মোর সম,
আর কেহ নাহি আগাবই ॥ ভ্রমিয়া অনেক দেশঃ অরণ্যে পাইয়া
ক্লেশঃ অবশেষ এসেছি এখানে। বাঞ্ছা এই হইয়াছে, যাব য-
ক্ষরাজ কাছেঃ সমাচার কহ অন্য স্থানে ॥ শুনি দ্বারি মৃদুহাসে,
কর্কশ বচনে ভাষেঃ বলে ফিরে যাও কোথা যাবে। লক্ষ্মীছাড়া
মর দুঃখেঃ তুমি বল কোন মুখে, যক্ষরাজ দরশন পাবে ॥ হে-
থা আসিবার তরে, কে দিল বলিয়া তোরেঃ বুঝি তোর প্রাণে না
হি ভয়। শুনিলে যক্ষের রাজাঃ দিবেন উচিত সাজা; তবে তো-
রে কে দিবে আশ্রয় ॥ অতএব পুনঃ২ বলিতেছি ফির শুন; ফি-
রিয়া পালাও লয়ে প্রাণ। নতুবা সঙ্কট ঘোর; উপায় না দেখি
তোর; কিরূপে পাইবে পরিত্রাণ ॥ দ্বিজ বলে শুন দ্বারী, তর্ক
না করিতে পারি, তোমার সহিত বার বার। এত আমি নহি মূ-
ঢ়ঃ আছে কিছু মর্ম্ম গূঢ়ঃ কহি তবে মূল সমাচার ॥ নাড়ি জঙ্ঘ
নাম ধারী, আছে বক বংশচারী; সেই মোরে পাঠাইয়া দিল; তা
র বার্ত্তা যক্ষভূপেঃ জানাইল কোন রূপে, পরামর্শ আমারে ক-
হিল ॥ দ্বারী কহে বটে সত্য; জানিলাম তব তথ্য, সেই বক হয়
নৃপ সখা। কিঞ্চিৎ দাঁড়াও তুমি; জিজ্ঞাসিয়া আসি আমিঃ আজ্ঞা
হৈলে পাবে রাজ দেখা ॥ তদন্তরে দ্বারী ধেয়েঃ সংবাদ কহিল
যায়ে, যক্ষপতি বসিয়া যেখানে। শুন ভূপ যক্ষেশ্বর; আসিয়া-

কৌশলেব তব সখা নাড়িজঙ্ঘ আছেন হৃদপালে ॥ তেঁই মোরে প্রেরন করিলা এই খানে। কাহলা চাহিলে সোণা পাবে তব স্থানে॥ এই হেতু আশা সেতু বাঁধিয়া যতনে। বহু কষ্টে আসিয়াছি তোমার সদনে॥ ধর্ম্মে মতি ধনপতি তুমি মহাশয়। তোমার করুনা হলে আর কারে ভয়॥ সম্প্রতি আমার প্রতি রাখ উপরোধ। বিশেষত তোমার বন্ধুর অনুরোধ॥ যক্ষরাজ বলে আজ থাক দ্বিজবর। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ভোজন হলে পর॥ যত স্বর্ণ নিতে পার করিব প্রদান। প্রভাতে উঠিয়া কল্য করিও প্রস্থান॥ স্নান সন্ধ্যা পূজা গিয়া করহ এখন। এখানে রহিল ভোজনের নিমন্ত্রণ॥ দূতেরে কহিল ভূপ দেহ বাসাঘর। ব্রহ্ম ভোজ্য কালে পুনঃ আনিবে সত্বর॥ যে আজ্ঞা বলিয়া দূত বিদায় হইল। দ্বিজ সতে দিবা এক বাসাবাটী দিল॥ নিযুক্ত হইল আসি ভৃত্য দুই জন। শীতল সলিল দিয়া ধোয়ায় চরণ॥ নারায়ন তৈল আনি অঙ্গেতে মাখায়। গঙ্গাস্নান করিবার তরে লয়ে যায়॥ শরীর মার্জ্জনা পরে স্নান করাইয়া। খাসা গরদের যোড় দিল পরাইয়া॥ তদন্তরে লয়ে গেল রাজার সভায়। আমন্ত্রিত দ্বিজগণ বসিয়া যথায়॥ ভোজনে বসিল গণনায় এক লক্ষ। খাদ্য দ্রব্য আনিয়া যোগায় সব যক্ষ॥ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা উপহার। মিষ্টান্ন সন্দেশ গব্য বিবিধ প্রকার॥ কাঞ্চনে গঠিত পাত্র প্রত্যেকের পাতে। ষড়রসে উল্লাসে ভুঞ্জেন একসাতে॥ ভোজনান্তে সকলে করিল আচমন। কর্পূর তাম্বূলে করে মুখের শোধন॥ দক্ষিণা দিলেন তরে যক্ষ নৃপমনি। হিরা চুনি মাণিক্য সুবর্ণ মুক্তামণি॥ আশীর্ব্বাদ ভূপালে করিয়া বিপ্রগণ। পরস্পর নিজালয় করিল গমন॥ একলা রহিল স্বর্ণ লোভী দ্বিজসুত। ভাবি ভাবি ভাবনায় ভাবে ধূর্ত্ত যুত॥ তদন্তরে ভৃত্যগণ আসিয়া যথায়। উচ্ছিষ্ট

বর্ণ ভারের অগে বাখিয়া লইল ॥ পোহাইল যামিনী উদয় দি-
বাকর। তার লয়ে প্রস্থান করিল দ্বিজবর ॥ এখানেতে যক্ষপতি
ভাবে নিজ মনে। বক বন্ধু কেন না আইল এতক্ষণে ॥ আসিবা-
র তাহার সময় বয়ে গেল। কি কারণে সখা মোর এখন না এলো।
বিপদ ঘটেছে বুঝি করি অনুমান। তত্ত্ব করিবারে দূত গণেরে
পাঠান ॥ ঊর্দ্ধ শ্বাসে হীনবাসে যক্ষচর ধায়। কতদূরে দ্বিজবরে
দেখিবারে পায় ॥ দেখে তার ভারে কান্ধা আছে মরা বক। ব-
লে ওরে দুষ্ট দ্বিজ তুই বড় ঠক ॥ যে জন করিতে গেল তোর উপ
কার। বিনাশিলি তারে তুই পাপী দুরাচার ॥ বিশ্বাস ঘাতক
তোরে ঘৃণা হয় ছুঁতে। ইহা বলি বান্ধে তারে যক্ষরাজ দূতে ॥
মৃতকল্প করিয়া মারিল বহুতর। লইয়া চলিল যক্ষরাজার গো
চর ॥ মৃত বক দেখিয়া যক্ষের অধিকারী। শোকে সকাতর অতি
চক্ষে বহে বারি ॥ জিজ্ঞাসিল সমাচার কহ অনুচর। দূত বলে ব
কেরে মারিল এইনর ॥ শুনিয়া ভূপতি অতি কোপিত হইল। চ
ণ্ডাল দ্বিজের প্রতি ভর্ৎসিয়া কহিল ॥ কি কারণে বকেরে মারি
লি দুষ্টমতি। অপরাধ কি মতে তোর কি করিল ক্ষতি ॥ তোরে সো
ণা দিতে মোরে কৈল অনুরোধ। প্রাণ বিনাশিয়া তুই দিলি তার
শোধ ॥ তোমারে বধিলে পাপ না হয় কিঞ্চিৎ। ভোগিবে নরক
পাপ যেমন সঞ্চিত ॥ বলিতে বলিতে ক্রোধে যক্ষ অধিপতি।
বধিতে দ্বিজের প্রাণ দিল অনুমতি ॥ দূতগণ শস্ত্র পুর হইয়া ঘে
রিল। বিপ্রসুতে একেবারে প্রাণেতে মারিল ॥ হেথা ব্রহ্মলোকে
ব্রহ্মা আদি দেবগণে। বিলম্ব দেখিয়া সবে বক আগমনে ॥ ধ্যান
যোগে জানিল সকল বিবরণ। চলিলেন যক্ষ অধিপতির ভবন
দেখিলেন মরা বক রয়েছে পড়িয়া। কমণ্ডলু জল তারে দিল ছড়া
ইয়া ॥ প্রাণদান পেয়ে বক উঠিল বসিয়া। দেবগণে একে একে

সাধুসঙ্গ সহবাসে হৈল দিব্য জ্ঞান ॥শুনিয়া শ্রীমতী অতি হর্ষিতা হইলা। মুক্তালতাবলি গ্রন্থ দ্বিজ বিরচিলা॥

অথ গৌরমুখ মুনির প্রশ্ন।

পয়ার। এতেক কহিল যদি ব্যাস তপোধন। শুনি সানন্দিত চিত্ত যত ঋষিগণ॥ তবে পুনঃ গৌরমুখ মুনি মহাশয়। ব্যাসের নিকটে কন করিয়া বিনয়॥ অদ্ভুত কৃষ্ণের লীলা কথা সুধাধার। শ্রবণে শ্রবণ ক্ষুধা বাড়ে অনিবার॥ শুনা আছে সুধাপানে ক্ষুধা নিবারয়। এ সুধা পানেতে ক্ষুধা অধিক বাড়য়॥ যত পায় তত খায় ক্ষান্ত নহে মন। এ বড় আশ্চর্য্য প্রভু অদ্ভুত কথন॥ হইয়াছি ক্ষুধাতুর অত্যন্ত এখন। কৃষ্ণ কথা সুধা দানে তৃপ্ত কর মন॥ পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপর প্রভু নিরঞ্জন। যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি জগত ভুবন॥ সে প্রভুর নিজ ধাম গোলোক কেমন। কোন রূপধারী সেই বিভু সনাতন॥ সাকার কি নিরাকার গোলোকে শ্রীহরি কি হেতু বা গোকুলে হইলা অবতরি॥ একাংশেতে অবতার কিবা পূর্ণতম। প্রকাশিয়া কহ প্রভু প্রভুর নিয়ম॥ আর তাঁর প্রাণাধিক প্রধানা কামিনী। সর্ব্বাদ্যা পুণ্যময়ী গোলোক বাসিনী॥ সেই যে শ্রীমতী সতী কিসের কারণে। ভানুর নন্দিনী হয়ে জন্মে বৃন্দাবনে॥ কোন হেতু আয়ানের রমণী হইল। কৃষ্ণ সহবাসে কেন কলঙ্ক রটিল॥ এ সব বিস্তার করি কহ মহাশয়। শুনিতে কৃষ্ণের কথা ইচ্ছা বড হয়॥ ব্যাসদেব কন মুনি শুন সাবধানে। সে বড় নিগূঢ় কথা কহি তবস্থানে॥

প্রাকারে। তাহার শোভার শীমা নাহিক সংসারে॥ এ রূপ গোলোক অতি গোপনীয় স্থান। স্বপ্নেতেও যোগীগণে দেখিতে না পান॥ বৈষ্ণবগণের মাত্র দৃশ্য গম্য হয়। কৃষ্ণভক্ত হেতু কৃপা করে কৃপাময়॥

লক্ষকোটি পরিমিতৈরাশ্রমৈঃ সুমনো হরিঃ। রত্নেন্দ্রসার নির্ম্মাণৈর্গোপী নামাবৃত্তং সদা। শতমন্দির সংযুক্ত মাশ্রমং সুমনোহরং। রত্ন প্রাকার পরিখা বিচিত্রেণ বিরাজিতং। অমূল্য রত্ন নির্ম্মাণ লক্ষ মন্দির সুন্দরং। আশ্রমং চতুরস্রং চন্দ্র বিম্বাকৃতং শুভং। গোলোক মধ্যে দেশস্থ মতীব সুমনোহরং। প্রাকার পরীখা যুক্তং পারিজাত বনান্বিতং। কৌস্তুভেন্দ্রেণ নির্ম্মাণং সুবর্ণ কলসোজ্জ্বলং। হীর সার বিনির্ম্মাণ সোপান সংস্থ সুন্দরং। মনীন্দ্র সার নির্ম্মাণ কপাট দর্পনান্বিতং। নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্য মাশ্রমঞ্চ সুসংস্কৃতং। ষোড়শ দ্বার সংযুক্তং সুদীপ্তং রত্নদীপকৈঃ। তত্র সিংহাসনে রম্যে চামুল্যো রত্ন নির্ম্মিতে। নানা চিত্র বিচিত্রাঢ্যো বসন্ত মীশ্বরং বরং॥ ১৪॥

অস্যাভাষা। এই যে গোলোক ধাম অতি অনুপম। গোপীদের লক্ষকোটি আছয়ে আশ্রম॥ রত্নসার ভাগেতে মন্দির সুনির্ম্মিত। কিবা শোভা মনোহর চৌদিগে বেষ্ঠিত॥ এক এক আশ্রমে মন্দির শত শত। রত্নময় প্রাকার পরিখা সমন্বিত॥ গোলোকের মধ্যবর্ত্তি প্রভুর আশ্রম। কি কব তাহার শোভা অতি মনোরম॥ প্রাকার পরিখা যুক্ত পারিজাত বন। শোভিতেছে কি সুন্দর পুষ্পের কানন॥ চতুঃস্কোণ সে আশ্রম চন্দ্র বিম্বাকার। শোভিত মন্দির লক্ষ মধ্যেতে তাহার॥ অমূল্য রতনে সু

সস্মিতাভিশ্চ সাদরং। ভূষিতাভিশ্চ সদ্রত্ন নির্ম্মাণ ভূষ-
ণেনচ। সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ মনুভিম্মানরেন্দ্রকৈঃ। ব্র-
হ্মাবিষ্ণু শিবানন্দ ব্রধ্বাদ্যৈরভি বন্দিতং। ভক্তপ্রিয়ং
ভক্তনাথং ভক্তানুগ্রহকারকং। রাসেশ্বরং সুরসিকং রাধা-
বক্ষ স্থিতং শুভং। এবংরূপমরূপস্তং ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবা
মুনে॥

অস্যভাষা। নবীন নীরদ নিন্দি শোভা কলেবর। পঞ্চদশ
র্ষ সম বয়স কৈশর॥ শরদে মধ্যাহ্ণ কালে সরোজ যেমন। তা
রে জিনিয়ং শোভা সুন্দর লোচন॥ শরদ পার্ব্বণী পূর্ণ শশী
াভা ঢাকা। হয়েছে উজ্জ্বল কারি প্রভুমুখ রাকা॥ কোটি ক
র্পের নিন্দি লাবণ্য সুন্দর। কোটিচন্দ্র জিনিয় শ্রীপ্রষ্ট বপুধর
স্যযুক্ত সুপ্রসন্ন বদন মণ্ডল। মোহন মুরলী হস্ত জগত মঙ্গল
হ্নি সংস্কৃত পীত বস্ত্র পরীধান। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ অতি শো-
ামান॥ আজানু লম্বিত কিবা মালতীর মালে। বনমালা শো
ভ গলে কৌস্তুভ মিশালে॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কিবা অঙ্গ সুগঠন
বাঙ্গে ভূষিত মণি মাণিক্য রতন॥ চূড়ায় ময়ুর পুচ্ছ শোভিত
ির্ম্মল। রত্নময় মুকুটেতে অধিক উজ্জ্বল॥ রতন নূপুরে যুগ্ম
রণ রঞ্জিত। রত্ন কেয়ুর বলয়েতে ভুজ বিভূষিত॥ রতন কুণ্ড-
 গণ্ডস্থল সুশোভন। মুক্তা পংক্তি নিন্দা করি সুন্দর দর্শন॥
ক বিম্ব বিনিন্দিয়া অধরোষ্ঠ শোভা। উন্নত নাসাতে কিবা ব
মনোলোভা॥ অপরূপ রূপ কৃষ্ণ অতি চমৎকৃত। সমাদর
গোপীগণ নিরীক্ষিত॥ গোপীকাগণের রূপ অতি চমৎকার
াঙ্গেতে বিভূষিত রতন অলঙ্কার॥ সুস্থির যৌবনা গোপী স
না বদন। তারদিগে শ্রীকৃষ্ণের আছয়ে বেষ্টন॥ বিধিবিষ্ণু শিব
র অনন্ত প্রভৃত। সুরেন্দ্রমুনিন্দ্রমনু মানবেন্দ্র কত। স্তবে বন্দ

অস্য ভাষা। গোলোকেতে মহাবনে রাসমণ্ডলোপরে। এ-
কদা রাধিকা সহ শ্রীহরি বিহরে॥ রাধিকা বিহার সুখে হয়ে অন্য
মনা। পাসরিলা আপনারে পর কি আপনা॥ শ্রীমতী যদ্যপি
সুখে হারাইলা জ্ঞান। বিহারান্তে ভগবান করিলা প্রস্থান॥
রাধিকারে না বলিয়া প্রভু নারায়ণ। বিরজার নিকটেতে করেন
গমন॥ বসিয়া বিরজা রত্ন সিংহাসনোপরি। চৌদিগে বেষ্টিতা
শত কোটি সহচরী॥ হেনকালে শ্রীহরিকে নিকটেতে হেরে।
ভাসিল বিরজা দেবী আনন্দ সাগরে॥ বিরজারে হেরি হরি হর্
ষিত মন। প্রেমপূর্ণ কটাক্ষেতে করি নিরীক্ষণ॥ নির্জনে সে রত্ন
মঞ্চে পুষ্প শয্যোপরে। বিরজা সহিতে হরি আনন্দে বিহরে॥
তা যা দেখি রাধিকার প্রিয় সখিগণ। আসিয়া রাধিকা কাছে ক
রে নিবেদন॥ শুনি কমলিনী হৈল বিষাদিত মন। ঝর ঝর ঝরে
নীর নয়নে তখন॥

অথ বিরজার কুঞ্জে শ্রীমতীর গমনোদ্যোগ।

শ্লোকানি। তথাতং বচনং শ্রুত্বা সন্তাপ চক্ররোদ চ।
উবাচ তাংশ্চসা দেবী মাস্তং দর্শয়েতং ক্ষম ঃ॥ যদি স-
ত্যং বতং যুযং ময়াসার্দ্ধং প্রগচ্ছত ঃ। তামূচ পুরত;
স্থিত্বা সর্ব্বা এব প্রিয়ং সত ং॥ বয়ং তদর্শয়িষ্যামো বির
জা সহিতং প্রভং। তাসাং স্বদ্বচনং শ্রুত্বা রথ মারুহ্য সু-
ন্দরী॥ জগাম সার্দ্ধং গোপীভি স্ত্রীসপ্তশতকোটিভি;॥

অস্যার্থ। সখিগণ মুখে শুনি এসব বচন। শর্য্যাগত হয়ে
গান্ধারী করেন রোদন॥ তবে ক তক্ষণে রাধা সখিগণে কয়। সত্য
ক দেখছ হরি বিরজা আলয়॥ দেখাইতে পারিবে কি তথা
প্রাণেশ্বরে। সত্য যদি দেখে থাক লয়ে চল মোরে॥ সখী সবে
বলে রাধে দেখেছি নিশ্চিত। বিরাজিত রাধাকান্ত বিরজা সহি

যে মনের গতিঃ ঘোড়া তার আপনি পবন ॥ কোটি কোটি পতাকায়, রথধ্বজ শোভা পায়, কোটি ঘণ্টা বাজে একেবারে। মণিসারে বিভূষিত; কোটিস্তম্ভ সুশোভিত, রথের উপরে চারিধারে ॥ মধ্যেতে অপূর্ব্ব স্থান, রত্নসারে সুনির্ম্মাণ; সুরতি মন্দির লক্ষ তায়। রত্নের দর্পণ কত, লক্ষ লক্ষ শত শতঃ সমন্বিত কিবা শোভা পায় ॥ তার মধ্যে দ্রব্য কত, গৃহ ব্যবহার মত, খাদ্য দ্রব্য কত পরিপাটি। পারিজাত পুষ্প ময়; কোটি শয্যা শোভা পায়, রত্নশয্যা শোভে কোটি কোটি ॥ কোটি কোটি পরিমিত; রত্নমুষ্টি সমন্বিত; শ্বেত চামরেতে শোভা করে। নানা বিধ পুষ্পমালেঃ বিভূষিত স্থলে স্থলে, কি সুন্দর রথের উপরে করবীর কেয়াপাতি; মল্লিকা মালতী জাতি, মাধবী কদম্ব চাপা ফুল। নাগেশ্বর আদি করিঃ পুষ্প মালা সারি সারিঃ সুগন্ধেতে করে সমাকুল ॥ কোটি পারিজাত মালে; উজ্জ্বল করেছে ভালে, পদ্ম সংখ্যে পদ্ম ফুল মালা। কত কব তার শোভা, ব্রহ্মাদির মনোলোভাঃ কি সুন্দর হয়েছে উজ্জ্বলা ॥ এ রথের রক্ষা কারী; ষোড়শ বয়সীয়া নারী, সারি সারি আছে অগণন। শ্রীদুর্গা প্রসাদ বাণীঃ হেন রথে রাধারাণী; উঠিলেন রোষযুক্ত মন ॥

অথ রাধিকার বিরজা ভবনে গমন ও বিরজার
নদী রূপা হওন ॥

শ্লোকানি। এবন্তু তদ্রথারূঢ়মবরুহ্য হরিপ্রিয়া। জগাম সহসা দেবী তং রম্যং গুপ্তং সুনে। দ্বারে নিযুক্তং নন্দ-শ্য দ্বারপাং মনোহরং। লক্ষ গোপপরিবৃতং স্মেরানন সরোরুহং ॥ গোপং শ্রীদাম নামানং শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় কিঙ্করং। তমুবাচ রুষাদেবী রক্ত পঙ্কজ লোচনা। দূরং

শব্দ শুনি নারায়ন। অন্তর্যামী ভগবান জানিলা কারণ॥ আই-লা শ্রীমতী সতী সখী সঙ্গে করি। লজ্জা হেতু অন্তধ্যান হইলেন হরি॥ অন্তরে সভয় চিত্ত বিরজা সুন্দরী। মনে মনে ভাবে ধনী উপায় কি করি॥ অন্তর্ধ্যান হইলেন আপনি শ্রীপতি। নিকটে আইলা রাধা অতি কোপমতী॥ রাধিকার সঙ্গে আমি বলে না পারিব। এখনি তাহার কাছে অপমান হব॥ এতেক ভাবিয়া ধনী ভয়েতে অস্থির। যোগেতে ছাড়িল প্রাণ গলিল শরীর॥ দ্রব হয়ে অঙ্গ তার প্লাবিত হইল। মহানদী রূপে দেবী গোলোক বেড়িল॥ বলয় আকারে কৈলা গোলোক বেষ্টন। এক কোটি যোজন প্রস্থেতে নিরূপণ॥ নিম্নেতে গভীর তার না হয় নির্ণয়। বিরজার নদী রূপ দ্বিজবর কয়॥

অথ শ্রীমতী বিরজা গৃহ হইতে নিজালয় গমন॥

শ্লোকানি। রাধাস্বতিগৃহং গত্ব। সন্দদর্শ হরিং মুনে॥ বিরজাংশ্চ সরিদ্রূপাং দৃষ্টাগেহং জগামসা। শ্রীকৃষ্ণ বি-রজাদৃষ্টা সরিদ্রূপাং প্রিয়াং সতীং॥ উচ্চৈরুরোদ বির-জা তীরে নীরে মনোহরে। সমাশ্লিষং সমাগচ্ছ প্রেয়সী রাং পরেবরে॥ পুরাতনং শরীরন্তে সরিদ্রূপান্ দ্বং সতী জলাদুখায় চাগচ্ছ্বিহায় নুতনং তনুং॥ আজগাম হ-রেরগ্রং সাক্ষাদ্রাধেব সুন্দরী। তাদ্রূপাং যতীং দৃষ্টা প্রে-মোদ্রেকাং জগৎপতিঃ॥ সমারাসিঙ্গনং তূর্ণ চুচুম্বচ মুহু মুহুঃ। কান্তে নিত্যং তটে হ্রাজ আগমি শ্যামি নিশ্চিতং॥ যথা রাধা তৃং সমাত্বাং ভবিষ্যসি প্রিয়া মম। ইত্যুক্ত-বস্তং শ্রীকৃষ্ণ বনস্তং বিরজান্তিকে॥ দৃষ্টারাধা বয়স্যাশ্চ কথায়ামসমীশ্বরং॥

শ্লোকানি। কৃত্বা রুরোদ সা দেবী সুষ্বাপ ক্রোধ মন্দিরে। অন্তর্বক্রং সস্মিতঞ্চ বিষকুম্ভ পয়োমুখং॥ মদাশ্রমং সমাগন্তুং যূয়ং দাস্যো ন দাস্যথ। এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো জগাম রাধিকান্তিকং॥ প্রতস্থৌ রাধিকা দ্বারে শ্রীশ্যামসহ নারদ। রাসেশ্বরী হরিং দৃষ্টা রুষ্টোবাচ প্রিয়ং পুরং॥ বিরজা প্রেয়সী কান্তা সরিদ্রূপা বভূবহ। দেহংত্যক্ত্বা মমভয়াত্তথাপি যাতিতাং প্রতি॥ হে নদী কান্ত দেবেশ নদীং সংভক্তু মিচ্ছসি। তত্তীরে মন্দিরং কৃত্বা তিষ্ঠ তিষ্ঠ তয়াসহ॥ নদী বভূবসাতুভ্যং নদো ভবিতু মর্হসি। নদস্য নদ্যা সার্দ্ধঞ্চ সঙ্গমো শুভবান ভবেৎ। সজাতৌ পরমাপ্রীতিঃ শয়ন ভোজনে সুখং। ইত্যুক্তা রাধিকা দেবী বিররামক্রুধান্বিতা॥ নোত্তস্থৌ ভূমিশয়না-ৎ গোপী লক্ষ সমন্বিনা॥

অস্যার্থঃ। সখী মুখে কমলিনী শুনিয়া বচন॥ ক্রোধভরে ক্রোধাগারে করিলা শয়ন॥ সখিগণে ডাকি বলে কান্দিতে কান্দিতে। না দিব আমার গৃহে শ্রীকৃষ্ণে আসিতে॥ কম্ভভরা বিষ যেন মুখে দুগ্ধ রয়। অন্তরে বক্রতা তার মুখে হাস্যময়॥ এইরূপে কহে রাধা সখীর সহিত। হেনকালে রাধা কান্ত আসি উপনীত॥ শ্রীদামে সংহতি লয়ে শ্রীকৃষ্ণ তখন। রাধিকার দ্বারেগিয়া দিল দরশন॥ রাধিকা আপন কান্ত দেখিয়া সম্মখে। রুষ্টবাণী কমলিনী কহে মনোদুঃখে॥ প্যারী কহে ওহে নাথ নিবেদন করি। তোমার প্রেয়সী ভার্য্যা বিরজা সুন্দরী॥ মম ভয়ে নদী রূপা হইল সে ধনী। তথাপি তাহার কাছে যাহ গুণমণি॥ ওহে কান্ত তুমি দেবের ঈশ্বর। নদীর সম্ভোগ ইচ্ছা কর নিরন্তর॥ এ কারণে সে নদীতীরে মন্দির করিয়া। থাকো থাকো তথা সেই ন

সুন্দর সিন্দুর হস্তে আছে কোনজন। কারু কারু হস্তে মণি মানিক্য রতন॥ কেহ কেহ ধরিয়াছে রত্ন অলঙ্কার। কখন কি বাঞ্ছা হয় শ্রীমতী রাধার॥ বীণা বাঁশী কারু করে যন্ত্র সুবাজনী। সঙ্গীতে নিপুণা কেহ কেহবা নাচনী॥ আজ্ঞা হৈলে পরে নৃত্য গীত বাদ্য করে। এ হেতু সম্মুখে তারা আছে যোড়করে॥ খেলনীয় বস্তু লয়ে আছে কোনজন। কি জানি খেলিতে মন হয় বা কখন॥ মধু হস্তেকরি তথা কেহ কেহ আছে। সুধা পূর্ণ পাত্র লয়ে কেহ রহিয়াছে॥ নানাবিধ বেশ বস্তু কেহবা লইয়া। কেহ আছে পদ পীঠ হাতেতে করিয়া॥ কেহবা দাড়ায়ে আছে পদসেবা আশে। কেহ কেহ স্তুতি পাঠ করে চারি পাশে॥ এই রূপে লক্ষ গোপী রহিয়াছে কাছে। ইহা ভিন্ন অন্য কত অন্য দিগে আছে॥বহির্দ্বারে কোটি কোটি আছে গোপনারী। শ্রীমতীর পুরের হইয়া রক্ষাকারী॥ ষোড়শ বর্ষিয় গোপী সবে মনোরমা। মনোহর বেশধরা নাহিক উপমা॥ দ্বিজ কহে সামান্য ভেবনা গোপীগণে। সৃষ্টিকালে রাধা অঙ্গে জন্মে সর্ব্বজনে॥

অথ রাধার পুরে প্রবেশিতে শ্রীকৃষ্ণকে বারণ ও
শ্রীকৃষ্ণের স্থানান্তরে গমন।

শ্লোকানি। কৃষ্ণমভ্যন্তরং গন্তুং নহিদ্বারং ন সংস্থিতঃ। পরঃস্থিতং তং প্রাণেশং রাধা পুনরুবাচহ॥ হে কৃষ্ণ বিরজাকান্ত গচ্ছমৎ পুরতো হরে। হে সুশীলে শশীকলে হে পদ্মাবতি মাধবি॥ .নিব [illegible] বৃত্তোয় মম্যাত্র কিং প্রয়োজনং। [illegible] রাধিকা বাক্যং তিমচ্চুর্গোপিকা হরিং॥ হিতং তথ্যঞ্চ নীতিঞ্চ সারং বহুসময়োচিতং। কাশ্চিদুচুরিতি হরে গচ্ছ স্থানান্তরং ক্ষণং॥ রাধা গোপাল নয়নে গময়িষ্যানহেবরং। কাশ্চিদুচুরিতি প্রী

আমি; যে ভাবেতে পার তুমি; মান ভঙ্গ করিয়া উঠাও ॥ হেনকালে আমি পুন; প্রিয়তম সখী কোন; মাধবেরে করে নিবারণে। সহজে জগত পতি; সদানন্দ সচ্ছমতি; ক্রোধ হীন সুহাস্য বদনে ॥ শুনিয়া সখীর বাণী; সেইক্ষণে চক্রপাণি; গৃহান্তরে করেন গমন। দ্বিজবর কহে পুনঃ তদন্তে সকলে শুন; শ্রীদামে লইয়া বিবরণ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ গৃহান্তর গমনে শ্রীদামের ক্রোধ ও শ্রীদামের প্রতি শ্রীমতীর অভিশাপ ॥

শ্লোকানি। গোপীভির্বার্য্যমানেচ জগৎ কারণ কারণে। সদ্যশ্চ কোপঃ শ্রীদামা হরৌ গৃহান্তরং গতে। কোপাদুবাচ শ্রীদামা রাধিকং পরমেশ্বরীং ॥রক্তপদ্মেক্ষণাং রুষ্টোঃ রক্তপঙ্কজ লোচনঃ। কথং বদসি মাতস্তং কটুবাক্যং মদীশ্বরং॥ আত্মারামং পূর্ণকামং করো পিতুং বিভূষনং। দেবীনাং প্রবরাত্বঞ্চ নিবোধ কন্য সেবয়া ॥ কন্যপাদার্চ্চনে সৈব সর্ব্বদা মীশ্বরীপরা। কুভঙ্গলীলয়া কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠং শক্তিশ্চ তদ্বিধা ॥ কোটিশঃ কোটিশোদেবী ত্বং নজানাসি নির্গুণং। বৈকুণ্ঠে শ্রীহরে রস্য চরণাম্বুজ মার্জ্জনং॥ করোতি কৈশে; শশ্বৎ শ্রীসেবনং ভক্তি পূর্ব্বকং। সরস্বতীচ স্তবনৈঃ শ্রীবৃষ নন্দনৈঃ ॥ সন্ততং স্তৌতি যং ভক্ত্যা ন জানাসি তমীশ্বরং। ক্ষিপ্রং রোষং পরিত্যজ্য ভজ পাদাম্বুজং হরেঃ ॥ শ্রীদাম্নো বচনং শ্রুত্বা কেবলং কটু মূলনং। সদ্যশ্চ কোপসা ব্রহ্মানুত্থায় সমুবাচহ ॥ রাসেশ্বরী বহির্গত্বা তমুবাচহ নিষ্ঠুরং স্ফুরদোষ্ঠি। মুক্তকেশীরক্তাজন্ম লোচনা রাধোবাচ। রে

প উল্লন্ কটবাণী। শুনিয়া ক্রোধিত হৈল রাধা ঠাকুরাণী।। বাহিরে আইলা দেবী ক্রোধেতে অমনি। স্ফুরদোষ্ঠি মুক্তকেশী আরক্ত লোচনী।। শ্রীদামেরে কহে দেবী নিষ্ঠুর উত্তর। ওরে জাল্ম মহা মূঢ় লম্পট কিঙ্কর। তুমি কি কেবল জান তোমার ঈশ্বরে। আমি কিছু নাহি জানি ভেবেছ অন্তরে।। তোমারি ঈশ্বর কৃষ্ণ আমাদের নয়। এই কি আপন মনে জেনেছ নিশ্চয়। ওরে ব্রজাধম তুমি জ্ঞান হীন অতি। জননী নিন্দিয়া কর জনকেরে স্তুতি।। অসুরেরা নিন্দা যেন করে দেবতারে। সেইমত নিন্দা তুমি করহ আমারে।। আসুরী স্বভাব তোর ওরে মূঢ়মতি। অসুর হইয়া গিয়া জন্ম বসুমতি।। গোলোক হইতে তুমি কররে গমন। আমি তোরে অভিশাপ দিলাম এখন।। কে তোরে রাখিতে পারে ওরে দুরাশয়। অব্যর্থ আমার বাক্য জানিবে নিশ্চয়।। এতবলি রাসেশ্বরী গৃহে প্রবেশিলা। মৌনভাবে পুনরপি শয়ন করিলা।। নিকটেতে আছিল যতেক সখিগণ। দ্বিজ কহে করে তারা চামর ব্যাজন।।

অথ শ্রীমতীর প্রতি শ্রীদামের অভিশাপ।

শ্লোকানি। শ্রুত্বাচ বচনং তস্যাঃ কোপেন স্ফুরিতাধরঃ। শশাপতাঞ্চ শ্রীদামা ব্রজযোনিং ব্রজিষ্যসি।। মানুষ্যা-ইব কোপস্তে তস্মাত্বং মানবী ভুবি। ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মায়া সম্ভাত্ব মন্দিকে। মূঢ়ায়ায়ান পত্নীং তাং বক্ষ্যন্তি জগতী তলে।। আয়ানঃ শ্রীহরেরংশো বৈশ্যো বৃন্দাবনে বনে। গোষ্ঠে প্রাপ্যতং কৃষ্ণং বিহৃত্য বরকাননে।। ভবিতাতে বর্ষ শতং বিচ্ছেদো হরিণা সহ। পুনঃ প্রাপ্য তমীশঞ্চ গোলোক মাগমিষ্যসি।। তামিত্যুক্তাচ শ্রীদামা স জগাম হরেঃপুরং।। গত্বা ননাম শ্রীকৃষ্ণং শাপা-

ন তার মধুর বচন ॥ খেদ নাহি কর যাহ ধরণী উপর। অসুরের আত্মা হয়ে জন্মিবে শত্রুর ॥ ত্রিভুবনে না পারিবে জিনিতে তোমারে দুর্জ্জয় হইয়া সুখ ভুঞ্জিবে সংসারে ॥ পঞ্চাশত যুগাতীত কালের উদয়ে। শিবের শূলেতে তব সে দেহ ত্যজিয়ে ॥ আসিবে আমার কাছে আসিবে আমার। যাহ তুমি ভূমিতলে ভয় নাহি আর ॥ কৃষ্ণের মুখেতে শুনি এতেক বচন। কৃতাঞ্জলি হয়ে কিছু করে নিবেদন ॥ আসুরীক দেহে আমি রব বহু দিন। না করিহ কদাচিত তব ভক্তি হীন ॥ এত বলি কৃষ্ণপদে করিয়া প্রণাম। আশ্রমের বাহিরেতে গেলেন শ্রীদাম ॥ সেই সে অসুর হয় শ্রীদাম সুমতি। শঙ্খচূড় নামে যেই তুলসীর পতি ॥ দ্বিজ কহে কৃষ্ণচন্দ্র করুণ সাগর। ভক্তগণ রক্ষ হেতু সতত কাতর ॥

অথ শ্রীদামের শাপে ভীতা হইয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণ নিকটে গমন ও রাধা কৃষ্ণের অবতার।

শ্লোকানি। গতে শ্রীদামনি সা দেবী জগামেশ্বর সন্নিধিং। ভীতা শাপাচ্চ সা দেবী শ্রীকৃষ্ণং সমুবাচহ। ত্বয়া বিনা কথমহং ধরিষ্যামি স্বজীবিতং। ক্ষণেন মে যুগ শতং কালো নাথ ত্বয়া বিনা। শোকাতুরাঞ্চ তাং কৃষ্ণো বোধয়ামাস প্রিয়সীং। ত্বয়া সার্দ্ধং গমিষ্যামি রাধেহং ধরণী তলং। রাধে জগাম ধরণীং বরাহে হরিণা সহ। বৃষভানু কী গৃহে জন্ম ললভে গোকুলে মুনে। অতোহেতৌ জগন্নাথ আজগাম মহী তলং। বিজহার ত্বয়া সার্দ্ধং গোপী গোপৈঃ চার্ব্বধায় সঃ। ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ কৃষ্ণ আজগাম মহী তলং ভারাব তারণং কৃত্বা জগাম স্বালয়ং বিভুঃ ॥

অস্যার্থঃ। শ্রীদামের গমনেতে শ্রীমতী তখন। বিষম শাপের হেতু বিষাদিত মন ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবী উঠিয়া সত্ত

॥ অথ বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণে বিবাহ প্রকরণ ও নন্দ
কৃষ্ণে কোলে লইয়া ভাণ্ডীর বনে
গোচারণ করেন।

শ্লোকানি। একদাকৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবন ভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোধনং। স্বরঃ সু স্বা-
দু তোয়ঞ্চ পায়য়া মাস তৎপপৌ। উবাস বট মূলেচ
বালং কৃত্বাস্ববক্ষসি। এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়া মানুষ
বিগ্রহঃ। চকার মায়য়া কস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভোমুনে।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণং। বৃষ্টি ধারা ম-
তিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান। দৃষ্ট্বৈবং পতিতং
স্কন্ধান্নন্দো ভয় মবাপহ। কথং যাস্যামি গোবৎসং বি-
হায়স্ব শ্রমং বত। গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বাল ক-
শ্চ্য কিংবা এবং নন্দো প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা। মা-
য়াভিয়া ভয়োশশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধারসং॥

অস্যার্থঃ। একদিন বৃন্দাবনে নন্দ মহাশয়। কোলেতে ল
ইল সুতে শ্রীকৃষ্ণ তনয়॥ বৃন্দাবন উপবনে ভাণ্ডীর কাননে। গো
ধন চারণ করি আনন্দিত মনে॥ তদন্তরে সরোবরে গিয়া মতি
মান। করাইয়া গোবৎসেরে স্বাদু জলপান॥ বালকেরে জলপা
ন করাইয়া পরে। আপনি করিয়া পান স্বচ্ছন্দ অন্তরে॥ বসি-
লেন বটমূলে বিশ্রাম কারণ। হেনকালে দেখ তথা আশ্চর্য্য ঘ
টন॥ মায়ারি মানুষ কৃষ্ণ বলিয়া কোলেতে। পাতিলা বিষম
মায়া দেখিতে দেখিতে॥ আচম্বিতে আকাশেতে মেঘের উদয়
আকস্মাৎ বজ্রাঘাত ঘোরশব্দ হয়॥ দুরূ২ শব্দে মেঘ করয়ে গ
র্জ্জন। স্থূলাকার বারিধারা হয় বরিষণ॥ বৃক্ষগণ কম্পিত হই
ল মহা ঝড়ে। বড়২ বৃক্ষ শাখা ভগ্ন হয়ে পড়ে॥ দেখিয়া নন্দের

মেশ্পা হ্য॥ যুবয়োঃ সন্নিধৌ বাসং দাস্য নিত্যং সুদূল ভং। শ্রুত্বা নন্দস্য বচন মুবাচ পরমেশ্বরী॥ দাস্যামি- দাস্য মতুলমিদানীং ভক্তি রস্তুতে। গোলেক যদা- খো স্তেচ বিহায় মানবীং তনুং॥

অস্যার্থঃ। তদন্তরে হরির নিকটে হরিপ্রিয়া। উত্তরিল ধি- রে ধিরে সময় পাইয়া॥ নির্জ্জনেতে তাহারে হেরে নন্দ মহা শয়। আশ্চর্য্য মানিয়া হৈল পরম বিস্ময়॥ শ্রীমতীর রূপে দশ দিগ আলোকারে। শ্রীঅঙ্গের তেজে কোটি চন্দ্র তেজ হরে॥ ঈশ্ব রী জানিয়া তাঁরে শ্রীনন্দ তখন। ভক্তিভাবে প্রণমিয়া করে নি- বেদন॥ গর্গমুনি মুখে আমি জানিয়াছি স্থির। কমলা অধিক তুমি প্রিয়া শ্রীহরির॥ এই যে বালক মম বিষ্ণু অবতার। পরম নির্গুণাচ্যুত অচিন্ত্য আকার॥ জানিয়া সকল তত্ত্ব নাহি থাকে স্মৃত। আমি যে মানব বিষ্ণু মায়া বিমোহিত॥ এত বলি ব্রজরা জ করে বহুস্তুতি। শুনিয়া তাহার বাণী বলেন শ্রীমতী॥ শুনশুন সাবধানে ওহে মহাশয়। দেখ যেন এই কথা প্রকাশ না হয়॥ আমার এরূপ রূপ এ ব্রজ মণ্ডলে। পাইলে দর্শন তুমি বহু জন্ম ফলে॥ বিফল না হয় কভূ দর্শন আমার। অতএব বর মাগো যে বাঞ্ছা তোমার॥ রাধার বচন শুনি ব্রজপতি কয়। দয়া করি বর যদি দিবে গো আমায়॥ অন্য কোন বরে মম নাহি প্রয়ো- জন। তোমারদের উভয়ের পদে রহে মন॥ উভয় চরণে ভক্তি দৃঢ় করি আশ। উভয়ের নিকটেতে দেহ মম বাস॥ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু বর নাহি চাই। শুনিয়া তথাস্তু বাণী বলিলেন রাই। রাই বলে বর আমি দিলাম এক্ষণে। হইবে সুদৃঢ় ভক্তি তোমা

যশোদার নিকটেতে দিতে। নন্দ ক্রোড় হৈতে কৃষ্ণে লইলা কোলেতে ॥ নন্দ আনন্দিত মনে দিয়ে রাধা স্থানে। আপনি রহিলা তথা গোধন চারণে ॥ শ্রীমতী লইয়া কৃষ্ণে চলেন তখন। নন্দালয় অভিমুখে করেন গমন ॥ এইরূপে কত দূরে গৃহইতে যাইতে কামাকৃষ্ট হৈল অঙ্গ কৃষ্ণ পরশিতে ॥ বহুদিন পরে সতী নিজ পতি পেয়ে। আলিঙ্গন করে ঘন বাহু পসারিয়ে ॥ পুলকিত সর্ব্বঅঙ্গ চুম্ব আলিঙ্গনে। গোলোকের রাসমণ্ড হইল স্মরণে ॥ স্মরণ করিতে রাধা দেখে আচম্বিত। রত্নময় রাসমঞ্চ সন্মুখে উচিত কি কব তাহার শোভা প্রভা সুপ্রবল। শত২ রত্ন কলসেতে সমুজ্জ্বল ॥ নানাবিধ বিভূষিত বস্ত্রে বিভূষণ। উড়িছে পতাকা তাহে অতি সুশোভন ॥ মণি মুক্তা মানিক্যাদি মালা থরে থরে। রত্নময় দর্পনেতে কিবা দীপ্ত করে ॥ সপ্ত সোপান সুবিধান মঞ্চে বিরাজিত। কুঙ্কুম আকার মণি গণেতে মণ্ডিত ॥ মঞ্চের বাহিরে পুষ্পোদ্যান মনোহর। প্রস্ফুটিত পুষ্প পরে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ এসব দেখিয়া প্যারী হয়ে হরষিত। মঞ্চের ভিতরে গিয়া প্রবেশে ত্বরিত ॥ তথায় আছয়ে খাদ্য দ্রব্য সমুদায়। নানাবিধ পরিপূর্ণ নানাস্থানে রয় ॥ রত্ন কুম্ভে সুবাসিত সুশীতল জল। সুধা মধু পূর্ণ রত্ন ভাণ্ড স্থলে স্থল ॥ তাম্বুল প্রস্তুত আছে কর্পূর বাসিত। পরিপাটি বাটী বাটী সুগন্ধ পূরিত ॥ দেখিয়া রাধার মনে আনন্দ অপার। দ্বিজ কহে তদন্ত শুনহ সমাচার ॥

অথ শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের নবযৌবন রূপ দর্শন।

শ্লোকানি। পুরুষং কমনীয়ঞ্চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং। কোটি কন্দর্প লীলাঢ্যং চন্দনেন বিভূষিতং। শয়নং পুষ্প শয্যায়াং স্মিতং সুমনোহরং ॥ পীতবস্ত্র পরিধানং প্র-

রাধিকাবচনং শ্রুত্বা জহাস পুরুষোত্তমঃ। তামুবাচ হি-তং তথ্যং শ্রুতি স্মৃতিনি রূপিতং। তিষ্ঠভদ্রেক্ষণং ভদ্রং করিষ্যামি তব প্রিয়ে। ত্বম্মনোরথ পূর্ণস্য শুভং কালো য় মাগতঃ॥

অস্যার্থঃ। গৌরির সুন্দর; অতি মনোহর; কৃষ্ণ রূপ অনুপমে। ভানুর দুহিতা, হইয়া মোহিতা, লালসা নব সঙ্গমে॥ কামাকৃষ্ট কায়, একদৃষ্টে চায়, নিমিষে হারায় আঁখি। মুখ চন্দ্র সুধা; পিতে নাশে ক্ষুধা; চঞ্চল চকোর পাখী॥ রাধার নয়ন, সুহাস্য বদন, প্রফুল্ল কমল প্রায়। দেখি নারায়ণ, কহেন তখনঃ মধুর বচনে তায়॥ তুমি মম প্রিয়া, শ্রেয়সীর শ্রিয়াঃ প্রাণাধিকা প্রেমাধিনীব আমিও যেমন; তুমিও তেমন, একাত্মা অভেদ জানি॥ সর্ব্বরূপ আমিঃ সর্ব্বরূপা তুমি, একথা অন্যথা নয়। গোলোক কাহিনী ও রাজ নন্দিনী; মনেতে তোমার হয়॥ সুরগণ মাঝে; তব প্রিয়কাজে; স্বীকার করেছি যাহা। আজি শুভক্ষণ উভয় মিলন, পূর্ণিত কহিব তাহা॥ শুনিয়া এ বাণী, রাধা ঠাকুরাণী; পুলকে পুর্ণিত কায়। কৃতাঞ্জলি হয়ে, শ্রীকৃষ্ণে চাহিয়ে; মধুর বচনে কয়॥ গোলোক কথন, আছয়ে স্মরণঃ বিস্মরণ কেন হবে। কহিলে যে রূপে; মোহে সর্ব্বরূপে; তোমারি প্রসাদে সব সম্প্রতি নাথহে, তোমার বিরহে; দহিছে আমার মন। মোর বক্ষঃস্থলে; শিরসি মণ্ডলে; দেহ তব শ্রীচরণ॥ শুনিয়া বচন, হাসিয়া তখন; কহেন পুরুষোত্তম। হিত তথ্য সার; শ্রুতি স্মৃতি আর, ব্যবহার যে নিয়ম॥ এ ভাবে বুঝালে; বিবাহ না হলে, বিহার উচিত নয়। এই হেতু হরি, মনেতে বিচারি, কিশোরীর

নাহি থণ॥ কহে দ্বিজবরঃ বিধি পেয়ে বর, আনন্দিত হয়ে মনে বিবাহ বিহিত; করেন ত্বরিতঃ রাধা কৃষ্ণ দুইজনে॥

অথ রাধাকৃষ্ণের বিবাহ।

শ্লোকানি। তদা ব্রহ্মা তয়োর্মধ্যে প্রজ্জ্বালা চ হুতাশনং। হরিঃ সংস্মৃত্য হবনং চকার বিধিনা বিধিঃ। উত্থায় শয়নাৎ কৃষ্ণ উবাসবহ্নি সন্নিধৌ॥ ব্রহ্মণোক্তেন বিধিনা চকার হবনং স্বয়ং। প্রণম্যচ হরিং রাধাং বেদানাং জনকঃ সয়ং॥ তাঙ্কতং কারয়া মাস সপ্তধাচ প্রদক্ষিণং। প্রণমহ্য পুনঃ কৃষ্ণংবাসয়ামাস তং বিধিঃ॥ তস্যাহস্তঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং গ্রাহয়ামাস সদ্বিধিঃ। বেদোক্ত সপ্তমন্ত্রাংশ্চ পাঠয়ামাস মাধবং॥ সংস্থাপ্য রাধিকা হস্তং হরের্বক্ষসি বেদবিৎ। শ্রীকৃষ্ণ হস্তং রাধায়াঃ পৃষ্ঠদেশে প্রজাপতিঃ॥ স্থাপয়িত্বাচ মন্ত্রান্ত্রান্ পাঠয়ামাস রাধিকাং। পারিজাত প্রসূনানাং মালা জালানুলম্বিতং॥ শ্রীকৃষ্ণস্য গলে ব্রহ্মা রাধা দ্বারা দদৌমুদা। রাধা গলে হরিদ্বারা দদৌ-মালাং মনোরমং। পুনশ্চ মালরামাস শ্রী কৃষ্ণং কমলোদ্ভবঃ॥ তদ্বাম পার্শ্বে রাধাঞ্চ সস্মিতাং কৃষ্ণচেতসং। পুটাঞ্জলিং কারয়িতা মাধবং রাধিকা বিধিঃ॥ পাঠয়ামাস বেদোক্তান্ পঞ্চমন্ত্রাংশ্চ নারদ। প্রণম্যচ পুনঃ কৃষ্ণং সমপ্য রাধিকাং বিধিঃ॥ কন্যকাঞ্চযথা তাতো ভক্ত্যা তস্থৌ হরেঃপুরং। এতস্মিন্নন্তরে দেবাঃ সানন্দ পুলকোদ্গমঃ। দুন্দুভিং বাদয়ামাস বাদকং মুরজাদিকং। পারিজাত প্রসূনানাং পুষ্পবৃষ্টিং চকারহ। জগুর্গ ন-

রে বরের বামে রাখি আরবার। বর প্রতি কৃতাঞ্জলি করায়ে কন্যার॥ পনর্ব্বার পুষ্পমন্ত্র পড়ায়ে কন্যায়। আপনি করেন ব্রহ্ম বিহিত বিধায়॥ পিতা যেন কন্যা করে বরে সমর্পণ। বি-ধাতা রাধাকে কৈলা কৃষ্ণেতে অর্পণ। ভক্তিভাবে প্রজাপতি ক রেন স্তবন। হেনকালে স্বর্গে থাকি যত সুরগণ॥ অনেক দুন্দু ভি আর মুরজ প্রভৃতি। বাদ্য করে অনিবার আনন্দিত মতি॥ পারিজাত পুষ্প বৃষ্টি করে পুরন্দর। গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় নাচ-য়ে অপ্সর॥ এখানেতে বিধি স্তুতি করিয়া বিস্তর। দক্ষিণা যাচে ন রাধা কৃষ্ণের গোচর॥ বিধি বলে ধন কড়ি কিছু নাহি চাই। উভয়ের পদে যেন দৃঢ় ভক্তি পাই॥ তোমাদের উভয়ের যুগল চরণে। অচলা হইয়া ভক্তি থাকে মম মনে॥ শুনিয়া বিধির বাণী শ্রীহরি তখন। তথাস্তু বলিয়া পরে বলেন বচন॥ মদীয় চরণাম্বুজে সুদৃঢ় ভকতি। অচলা হইবে তব শুন প্রজাপতি॥ যে কর্ম্মে আইলা তাহা হৈল সমাধান। এক্ষণে স্বস্থানে তুমি করহ প্রস্থান। শুনি বিধি রাধাকৃষ্ণ পদে প্রণমিয়ে। স্বস্থানে গমন কৈলা আনন্দিত হয়ে॥ ব্যাস কন রাধা কৃষ্ণ বিবাহ কথ ন। ভক্তিভাবে যেই জন করয়ে শ্রবণ॥ পুনর্ব্বার ভবে তার আসিতে না হয়॥ দ্বিজ কহে পূর্ণ কর শিশুর আশয়॥

অথ বিবাহান্তে রাধা কৃষ্ণের বিহার॥

শ্লোকানি। গতে ব্রহ্মণি সা রাধা সস্মিতা বক্র লোচ-না। দর্শং দর্শং হরের্বক্ত্রং মাচ্ছাদ্য ব্রড়য়া মুখং॥ পুল-কাঙ্কিত সর্ব্বাঙ্গী কামবাণ প্রপীড়িতা। প্রণম্য শ্রীহরিং

অথ বিহারান্তে শ্রীহরি বালক রূপ হইলেন ও শ্রীমতী কোলে লইয়া যশোদার নিকটে দেন ॥

শ্লোকাদি। বভূব শিশু রূপঃ স কৈশোরস্তু বিহায়চ। দদর্শ বালকং রাধা দুস্তং পীড়িতং ক্ষুধা ॥ যাদৃশং প্রদদৌ নন্দো ভীক্ষ্ণতাদৃশমেহচ্যুতং। তদ্বৎ বৃন্দাবনাদ্রাধা জগাম নন্দ মন্দিরং ॥ যশোদায়ৈ শিশুং দাতুমুদ্যতা তামুবাচহ। গৃহীত্বৈবং শিশুং স্থূলং রুদন্তঞ্চ ক্ষুধাতুরং ॥ গোষ্ঠে তং স্বামিনাদত্তং প্রাপ্তাতি যাতনা ময়া। সংসিতং বসনং বৃষ্টৌ মেঘাচ্ছন্নেতি দুর্দ্দিনে। পিচ্ছলে দুর্গমে চৈকে যশোদেবস্তু মক্ষমা। গৃহাণ বালকং ভদ্রে স্তনং দত্বা প্রবোধয় ॥ গৃহং চিরং পরিত্যক্তং যামীত্যক্তং সত্বং সতী। ইত্যুক্ত্বা বালকং দত্বা জগাম স্বগৃহং সতী। যশোদাবালকং নীত্বা চচুম্বচ স্তনং দদৌ ॥

অস্যার্থঃ। বিহারান্তে যুবা রূপ ত্যজি ততক্ষণ। পুনরপি শিশু রূপ হৈলা নারায়ণ ॥ রাধিকা দেখেন নন্দ দিলেন যেরূপ ক্রন্দিত ক্ষুধিত ভীত বালক সে রূপ ॥ তবেত শ্রীমতী সেই শিশু হরি লয়ে। চলিলেন দ্রুতগতি নন্দের আলয়ে ॥ ক্ষণমাত্রে উপনীত নন্দের ভবন। যশোদার কোলে শিশু করেন অর্পণ ॥ যখন শ্রীহরি দেন যশোদার কোলে। শ্রীমতী বলেন কিছু সুমধুর বোলে ॥ শুনগো যশোদা তব স্বামী মহাশয় ॥ গোষ্ঠেতে দিলেন মোরে তোমার তনয় ॥ আনিতে পথেতে মহু-

শ জাল, বিন্দু দিলা নন্দলাল; সিন্দুরে শীমন্ত কৈল আলো। পরে লয়ে আভরণ, পরাইলা নারায়ণঃ যে অঙ্গে যেমন সাজে ভাল॥ তার পরে আরবার, হাতে লয়ে মুক্তাহার; তুলে দিল রাধিকার গলে। সাজায়ে মোহিনী সাজ; আপনি রসিক রাজঃ নিরখিয়া ভাল ভাল বলে॥ মুক্তাহার পরাইতে; মুক্তাবন কথা চিতে; উঠিয় রাধার মান হৈল। মনের মানস যাহা। প্রকাশ না করে তাহা; ছি ছি বলি ছিড়িয়া ফেলিল॥ উপজিল অতি দুঃখ, মলীন হইল মুখ, ভাব দেখি বুঝিয়া শ্রীহরি॥ কারে কিছু না বলিয়েঃ মনে মনে বিচারিয়া, উঠিলেন রাধা হস্তে ধরি॥ সঙ্গে সহচরী গণ, ভ্রমণ করিয়া বন; ক্রমে ক্রমে গেল মুক্তাবনে। তাহা দেখি রাধাসতীঃ অধিকন্ত মানবতী, হরি তা জানিলেন মনে॥ ধরিয়া রাধার হাতে; তুষিয়া অনেক মতে; মান তার করিলা ভঞ্জন। মুকুতার অলঙ্কার; মুক্তার গাঁথিয়া হারঃ শ্রীমতীরে পরান তখন॥ যত সহচরী গনে, মুক্তাময় আভরণে, সাজাইয়া দিয়া সেইক্ষণে। আপনি সাজিলা রঙ্গে; রাধারে লইয়া সঙ্গে; বসিলেন রত্ন সিংহাসনে॥ মরি কি যুগল রূপঃ ত্রিভুবনে সে অনুপ; অপরূপ অতি মনোহর। যে রূপ দেখিতে সবে; মহানন্দ মহোৎসবে; মুক্তা বনে উরিল অম্বর॥ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে; রাধা কৃষ্ণ পদতলে, অধীনেরে দেহ এই বর। শিশু সম হয়ে কৃষ্ণ, চাহিয়া করুণা দৃষ্টিঃ কৃপনে রাখহ নিরন্তর॥

অথ রাধাকৃষ্ণের যুগল ও
রূপ বর্ণন॥

দেন বর তায়ঃ বাঞ্ছিত মত ৷৷ হেন মতে হরি, রাধা সঙ্গে করি, বঞ্চিলা শর্ব্বরী; মুক্তালতা বনে। নিশি অবসানে; যে যার ভবনে, গেলা সর্ব্বজনে; সন্তোষ মনে ৷৷ ব্যাস দেব কন; শুন মুনিগণ; হৈল মুক্তাবন, বিহার স্থান। পুনঃ ইচ্ছাময়ঃ ইচ্ছা যবে হয়; সহ সখাচয়; তথায় যান ৷৷ নিধু আদি বন; নিকুঞ্জ কানন, বিহারের স্থান, কৃষ্ণের যত। তাহাতে প্রধান; হইল গণন, স্থান মুক্তাবন, মনের মত ৷৷ কিন্তু যবে হরি; গেলা মধুপুরী, সে বন সংহরিঃ করিলা বন। এতেক বচন; শুনিয়া তখন, যত ঋষিগণ, সন্তোষ মন ৷৷ এই গুহ্য সার, মুক্তির আধার; যে শুনে তাহারঃ কলুষ নাশে। যদি কোনজন; বধির কারণঃ করিতে শ্রবণ, অশক্ত হয়। করিয়া যতন, গৃহেতে স্থাপনঃ করিলে সেজন, সে গতি পায় ৷৷ বন্ধ্যা যত নারী, দৃঢ় ভক্তি করিঃ তিন পক্ষ ধরিঃ শ্রবণ করে পুত্রবতী হয়, সৌভাগ্য উদয়ঃ হারাপতি পায়ঃ হরির বরে ৷৷ শ্রীদুর্গা প্রসাদেঃ সহর্ষ আহ্লাদেঃ রাধাকৃষ্ণ পদে, যাচয়ে দারদিয়া পদতরীঃ হইয়া কাণ্ডারীঃ ভব ঘোর বারিঃ করহ পার ৷৷

সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ ৷৷